যোয়েলের পুস্তক ও লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জা - সংখ্যা উনশি

Jeff Pippenger
2025-12-25

সংখ্যা উনশি

যিহূদার গোত্রের সিংহ হলো যিশুর একটি নাম, যা তাঁর ভাববাণীমূলক বাক্যকে সীলমোহর করা এবং পরে সেই সীল খুলে দেওয়ার কাজে খ্রিস্টের ভূমিকার ওপর জোর দেয়। প্রকাশিত বাক্যের পঞ্চম অধ্যায়ে যিহূদার গোত্রের সিংহ, যিনি দাউদের মূলও, পুস্তকটি খুলতে বিজয়ী হলেন। দাউদের "মূল" ছিল জেসি, জেসির মূল ছিল ফারেজ, আর তার মূল ছিল যিহূদা, তার মূল ছিল যাকোব, তার মূল ছিল ইসহাক, এবং তার মূল ছিল আব্রাহাম। যিহূদার গোত্রের সিংহের প্রসঙ্গে দাউদ বা জেসির "মূল" উল্লেখ করা হলে তা শুরু ও সমাপ্তির নীতিকে—অর্থাৎ আলফা ও ওমেগাকে—জোর দেয়। প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে যখন যিশু খ্রিস্টের প্রকাশ উন্মোচিত হয়, তখন তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হলো যে তিনি আলফা ও ওমেগা। তিনি কে—সেটিই সেই নীতি, যা ব্যবহার করা হয় সেই ভাববাণীগুলির সীল খোলার জন্য, যেগুলিকে যিহূদার গোত্রের সিংহ সীলমোহর করেছিলেন, যখন তিনি নির্ধারণ করেন যে সময় হয়েছে।

ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের উন্মোচন তাঁর পরিত্রাণকর্মের একটি অংশ, কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে পুনর্জাগরণ ঘটাতে তাঁর বাক্যের শক্তি ব্যবহার করেন। সিস্টার হোয়াইট বলেন, দানিয়েলের গ্রন্থ ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ ভালোভাবে বোঝা হলে আমাদের মধ্যে এক মহান পুনর্জাগরণ দেখা যাবে। ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের আলোই তাঁর ইচ্ছানুসারে পুনর্জাগরণ ও সংস্কার সৃষ্টি করে।

সিস্টার হোয়াইট শেষ কালের বিষয়ে বলতে গিয়ে শেষ দিনে ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে যে এক মহান সংস্কার সংঘটিত হবে, তার কথা উল্লেখ করেন। পবিত্র ইতিহাসের পুনর্জাগরণ ও সংস্কারসমূহ সবই ঈশ্বরের বাক্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল, এবং সেইসব পবিত্র সময়কাল প্রত্যেকটি রবিবারের আইনের ঠিক আগে শুরু হওয়া শেষ মহাপুনর্জাগরণ ও মহাসংস্কারের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। সেইসব পুনর্জাগরণ ঈশ্বরের বাক্যের সিলমোহর খোলা হওয়ার মাধ্যমে ঘটে। সাতটি বজ্রধ্বনি সিলমোহর দিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছিল, যেমন দ্বাদশ অধ্যায়ে দানিয়েল গ্রন্থ সিলমোহর করা হয়েছিল।

যখন আমরা বিচ্ছুরণের একটি সময়কালের ভাববাদী বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা ১২৬০-এর প্রতীকের সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রয়োগ করি, তখন আমরা দেখি যে প্রকাশিত বাক্য ১১-এ মোশি ও এলিয়াহ সাড়ে তিন দিন রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। আঠারো নম্বর পদে এসে ঈশ্বরের ক্রোধের সময় উপস্থিত হয়েছে। মোশি ও এলিয়াহ মানব কৃপাকালের অবসানের ঠিক আগে ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। সদোম ও মিশরের রাস্তায়, যেখানে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তারা ১২৬০ প্রতীকী দিন ধরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।

মোশি ও এলিয়াহকে তৃতীয় পদ থেকে শুরু করে সপ্তম পদ পর্যন্ত, যেখানে তাদের রাস্তায় হত্যা করা হয়, তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। যোহন দ্বিতীয় পদে মন্দির মাপা শেষ করেন; তারপর মোশি ও এলিয়াহ শোকবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তাদের

সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। এলিয়াহ ও মোশির বার্তা 1844 সালে ফিলাডেলফিয়ান মিলারাইট অ্যাডভেন্টিজিমকে দেওয়া হয়েছিল, এবং 1863 সালের মধ্যে তাদের কণ্ঠ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা রীতি-নীতি ও প্রথার নিচে চাপা পড়ে যায়। তারা সাড়ে তিন বছর ধরে "শোকবস্ত্র" পরিহিত অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন; এই শোকবস্ত্র 1863 সাল থেকে ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের একটি প্রতীক।

যখন আমরা সিস্টার হোয়াইটের সংজ্ঞা অনুযায়ী, সাতটি বজ্রধ্বনির প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ঘটনাবলীর প্রতিনিধিত্ব হিসেবে লাইন-পর-লাইন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করি, তখন আমরা এমন একটি ইতিহাস রচনা করি যা বার্তাসহ এক স্বর্গদূতের অবতরণ দিয়ে শুরু হয়; কিন্তু লাইন-পর-লাইন নীতিতে, সেই স্বর্গদূত একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূত। একজন ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ এক পা স্থলভাগে এবং আরেক পা সমুদ্রের উপর রাখলেন, আর অন্যজন ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এর হতাশায় এসে পৌঁছালেন।

প্রতিটি সমান্তরাল ইতিহাসে পরবর্তী মাইলফলক হলো ঈশ্বরের হাত, যা হাবাক্কূকের ফলকসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথম স্বর্গদূতের সঙ্গে ১৮৪৩ সালের চার্ট প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি সংখ্যায় ভুল ছিল। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গে, হাবাক্কূকের ফলকসমূহের মাইলফলক হিসেবে ঈশ্বরের হাতটি প্রতিনিধিত্ব পায়, যখন তিনি ভুলটির ওপর থেকে তাঁর হাত সরালেন। তিনি তাঁর হাত সরালে, বার্তাটি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে থাকে এবং এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ে তার শিখরে পৌঁছায়, ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের হতাশার ঠিক আগে।

দুটি রেখা একটি বিশ্বব্যাপী বার্তা চিহ্নিত করে, কারণ যে স্বর্গদূত আগমন করেন তিনি এক পা স্থলে এবং এক পা সাগরে রাখেন, এবং অনুপ্রেরণা আমাদের জানায় যে এটি একটি বিশ্বব্যাপী বার্তার প্রতিনিধিত্ব করে। সেই স্বর্গদূতই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে প্রতীক্ষাকালের সূচনাকেও চিহ্নিত করেন। এই প্রথম মাইলফলকে আমরা আরও দেখি যে ঈশ্বরের হাত একটি মিথ্যা সৃষ্টি করছে। ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল, ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে মনে হয়েছিল যেন দর্শনটি মিথ্যা বলছে; কিন্তু যাদের ধৈর্য ছিল, তারা অপেক্ষা করছিলেন, এবং দর্শনটি বিলম্বিত হলেও, তা মিথ্যা ছিল না। কিন্তু আমরা যে রেখাটি নির্মাণ করছি সেটি যখন শুরু হয়, তখন প্রথম হতাশার মিথ্যাটি প্রথম মাইলফলকের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়।

তখন ঈশ্বরের হাত এবং হাবাক্কূকের তক্তপটের পথচিহ্ন দেখায় যে ঈশ্বর একটি ভুল ঢেকে রেখেছিলেন এবং পরে সেই ভুল থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন। মিলারাইট ইতিহাসে, ১৮৪২ সালের মে মাসে, যখন চার্টটি মুদ্রিত হয়েছিল, তখনই ঈশ্বর সেই ভুলটিকে অনুমতি দিয়েছিলেন, এবং ১৮৪৩ সাল শেষ হলে সেই ভুলটি প্রকাশিত হয়; তবে কিছু সময় পরে প্রভু সংখ্যাগুলোর সেই ভুল থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেন। ভুলটির সময়কাল ছিল ১৮৪২ সালের মে মাস থেকে শুরু করে প্রথম হতাশার কিছু পরে পর্যন্ত। প্রথম স্বর্গদূতের বিষয়ে, ঈশ্বরের হাত এবং হাবাক্কূকের তক্তপট মে ১৮৪২-এ চিহ্নিত, কিন্তু দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে তাঁর হাত অপসারণ প্রথম হতাশার অল্প পরেই ঘটেছিল।

এটি 'হাত' নামের পথচিহ্নটিকে একটি ভাববাদী সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করে। একটি সময়কাল, যা শুরু হয় তাঁর হাত দিয়ে একটি ভুল ঢেকে দেওয়ার মাধ্যমে, এবং শেষ হয় সেই ভুল থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। তাঁর হাত দিয়ে ঢেকে রাখা ও উন্মোচনের এই

সময়কালটি যিহুদি গোত্রের সিংহের কাজের একটি চিত্র, যিনি ভাববাদী আলোকে সীলমোহর করেন এবং পরে সেই সীলমোহর খুলে দেন। তিনি সত্য ঢেকে রেখেছিলেন, তারপর সেই একই সত্যকে এমন এক ভিন্ন আলোতে প্রকাশ করছিলেন, যা মূল আলোর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করেনি। তিনি এটি করেছিলেন মিলারাইট মিডনাইট ক্রাই-এর পুনর্জাগরণ ও সংস্কার ঘটানোর জন্য।

স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে শুরু হওয়া প্রতীক্ষার সময় তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়া হলে শেষ হয়; এতে ভাববাণীর আলোর সীলমোহর খুলে যায়, যা "সপ্তম মাসের আন্দোলন" শুরু করে এবং এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ে "মধ্যরাতের আহ্বান" বার্তায় পৌঁছায়, যেখানে সেই বার্তাটি জলোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়, এবং তা চলতে থাকে মহা হতাশার সময়ের বন্ধ দরজা পর্যন্ত। তাঁর বাক্যের সীলমোহর খোলার মাধ্যমে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ এক ক্রমবর্ধমান পুনর্জাগরণ ও সংস্কার উৎপন্ন করেছিল।

১৮৬৩ সালে, লাওদিকীয় মিলারাইট আন্দোলনকে জর্দান নদী পার হতে নিষেধ করা হয়, এবং এলিয়াহ ও মোশেকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার কারণে তাদেরকে মরুভূমিতে পাঠানো হয়। উইলিয়াম মিলারের বার্তাই ছিল এলিয়াহের বার্তা, আর মিলারের ভিত্তিমূল বার্তা ছিল মোশের “সাত বার”। “সাত বার” প্রত্যাখ্যান করা মানে ছিল মোশেকে হত্যা করা, আর মিলার প্রদত্ত ভিত্তিস্বরূপ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ছিল এলিয়াহকে হত্যা করা। ১৮৬৩ সালে দূত এবং বার্তা—উভয়কেই—রাস্তায় হত্যা করা হয়, এবং সেই সময় থেকে তাদের খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল যিরমিয়ার পুরাতন পথসমূহে তাদের কবর খোঁজা। তারা রাস্তায় মৃতই ছিল—যতক্ষণ না তারা পুনরুত্থিত হয়। তারা পুনরুত্থিত হয় যখন “সাত বজ্রের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি”, যা “তাদের ক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে”, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়।

যখন প্রথম স্বর্গদূতের ইতিহাসকে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের ওপর আরোপ করা হয়, তখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামো খ্রিষ্টের হাত অনুসরণ করার জন্য একটি নির্দেশক বিন্দু উৎপন্ন করে, যা মধ্যরাতের আহ্বানের পথে থাকা আলো। মধ্যরাতের আহ্বানের আদি আলো পথ আলোকিত করে এবং সেই পথ ধরে উপরে নিয়ে যায় তাঁর "মহিমাময় ডান বাহু"-এর আলোই।

> আমার মনে হলো আমি আলোয় বেষ্টিত, এবং পৃথিবী থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বে উঠছি। আমি পৃথিবীতে অ্যাডভেন্ট লোকদের খুঁজতে ফিরে তাকালাম, কিন্তু তাদের পেলাম না; তখন এক কণ্ঠ আমাকে বলল, 'আবার দেখো, আর একটু উঁচু দিকে তাকাও।' এ কথায় আমি চোখ তুলে তাকালাম, এবং দেখলাম সোজা ও সংকীর্ণ একটি পথ, যা পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে উঁচু করে তোলা ছিল। এই পথে অ্যাডভেন্ট লোকেরা চলছিল সেই নগরের দিকে, যা পথটির দূর প্রান্তে ছিল। পথের শুরুতে, তাদের পিছনে, একটি উজ্জ্বল আলো স্থাপন করা ছিল, যা সম্বন্ধে এক স্বর্গদূত আমাকে বললেন যে সেটি ছিল 'মধ্যরাত্রির ডাক'। এই আলোটি পুরো পথজুড়ে জ্বলছিল এবং তাদের পথচলার জন্য আলো দিচ্ছিল, যাতে তারা হোঁচট না খায়।
>
> "যদি তারা যীশুর দিকে চোখ স্থির রাখত, যিনি তাদের ঠিক সামনে থেকে শহরের দিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তবে তারা নিরাপদ থাকত। কিন্তু অল্প পরেই কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং বলল যে শহরটি অনেক দূরে, আর তারা আশা করেছিল এর আগেই সেখানে প্রবেশ করবে। তখন যীশু তাদের উৎসাহ দিতেন তাঁর মহিমান্বিত ডান বাহু উঁচু করে, আর তাঁর বাহু থেকে এমন এক আলো বেরিয়ে আসত যা অ্যাডভেন্ট দলের ওপর দোলা দিত,

> আর তারা চিৎকার করে বলত, 'হাল্লেলূয়া!' অন্যরা অবিবেচকভাবে তাদের পেছনের আলোকে অস্বীকার করল এবং বলল যে এতদূর পর্যন্ত তাদেরকে ঈশ্বরই নিয়ে আসেননি। তাদের পেছনের আলো নিভে গেলে, তাদের পদযুগলকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফেলে রেখে, আর তারা হোঁচট খেলে এবং চিহ্নটি ও যীশুকে আর দেখতে পেলে না, এবং পথ থেকে পড়ে নিচের অন্ধকার ও দুষ্ট জগতে গিয়ে পড়ল।" এলেন জি. হোয়াইটের খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাসমূহ, ৫৭।

যখন খ্রিস্ট তাঁর গৌরবময় বাহু উত্তোলন করেন, তিনি তাঁর 'হাত'কে তাঁর জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। যখন আমরা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনকে ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ অবতীর্ণ প্রথম স্বর্গদূতের সঙ্গে একত্র করি, আমরা দেখি উভয় স্বর্গদূতের হাতেই একটি বার্তা ছিল।

> পৃথিবীতে যে কাজ চলছিল, তাতে সমগ্র স্বর্গ যে আগ্রহ নিয়েছিল, তা আমাকে দেখানো হয়েছিল। যীশু এক পরাক্রমশালী স্বর্গদূতকে অবতরণ করে পৃথিবীর অধিবাসীদের তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে সতর্ক করতে নিযুক্ত করলেন। স্বর্গে যীশুর উপস্থিতি থেকে যখন সেই স্বর্গদূত প্রস্থান করল, তখন তার আগে আগে এক অতিশয় উজ্জ্বল ও মহিমাময় আলো চলল। আমাকে বলা হয়েছিল যে তার দায়িত্ব ছিল তার মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করা এবং আসন্ন ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। ...
>
> আরেকজন মহাশক্তিশালী স্বর্গদূতকে পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য নিযুক্ত করা হলো। যীশু তাঁর হাতে একটি লিখিত দলিল রাখলেন, এবং তিনি যখন পৃথিবীতে এলেন, তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'বাবিল পড়ে গেছে, পড়ে গেছে।' তারপর আমি দেখলাম, হতাশ ব্যক্তিরা আবার স্বর্গের দিকে চোখ তুলল, বিশ্বাস ও আশায় তাদের প্রভুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল। কিন্তু অনেকেই যেন ঘুমিয়ে আছে—এমন এক বিমূঢ় অবস্থায় রইল; তবু তাদের মুখাবয়বে আমি গভীর শোকের ছাপ দেখতে পেলাম। হতাশ ব্যক্তিরা শাস্ত্র থেকে বুঝল যে তারা বিলম্বের সময়ে আছে, এবং তাদের দর্শনের পরিপূরণ পর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে। যে একই প্রমাণ 1843 সালে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই একই প্রমাণই তাদের 1844 সালে তাঁকে প্রত্যাশা করতে উদ্বুদ্ধ করল। তবুও আমি দেখলাম, অধিকাংশের মধ্যে 1843 সালে তাদের বিশ্বাসকে যে উদ্যম চিহ্নিত করেছিল, তা আর ছিল না। তাদের হতাশা তাদের বিশ্বাসকে নিস্তেজ করে দিয়েছিল। Early Writings, 246, 247.

উভয় ফেরেশতা তিন ফেরেশতার একটি সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত, যারা একসাথে একটি প্রতীক গঠন করে; তাই তারা যে বার্তা প্রতিনিধিত্ব করে সে দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও প্রত্যেকেই নিজস্ব অনন্য বার্তা প্রতিনিধিত্ব করে। উভয় ফেরেশতার হাতে একটি "লেখা" রয়েছে, যা একটি পরীক্ষা নির্দেশ করে। "প্রথম ও দ্বিতীয় ফেরেশতা সমান্তরালভাবে চলবে" তৃতীয় ফেরেশতার সঙ্গে।

> "ঈশ্বর প্রকাশিতবাক্য ১৪-এর বার্তাগুলিকে ভাববাণীর ধারায় তাদের স্থান দিয়েছেন, এবং এই পৃথিবীর ইতিহাসের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাজ থেমে থাকার নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা এখনও এই সময়ের জন্য সত্য, এবং এগুলি পরবর্তী যে বার্তা আসে তার সঙ্গে সমান্তরালে চলবে। তৃতীয় স্বর্গদূত উচ্চকণ্ঠে তার সতর্কবার্তা ঘোষণা করে। 'এই সবের পরে,' যোহন বললেন, 'আমি আর-এক স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, যার মহা ক্ষমতা ছিল, এবং তার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল।' এই আলোকপ্রভায়, তিনটি বার্তার সমস্ত আলোক একত্রিত হয়েছে।" The

1888 Materials, 803, 804.

সিস্টার হোয়াইট তৃতীয় স্বর্গদূতকে প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর্গদূত হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং চিহ্নিত করেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরা প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় স্বর্গদূত যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস উপস্থাপন করে তার সঙ্গে সমান্তরালে চলবে। অতএব, তিনি ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রথম স্বর্গদূতের অবতরণকে 9/11-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করছেন, এবং নির্ধারণ করছেন যে প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর্গদূতই "তৃতীয় স্বর্গদূত"। তৃতীয় স্বর্গদূত তিনটির মধ্যে শেষটি, এবং প্রথমটির দ্বারা প্রতীকায়িত; এবং এই কারণেই সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে প্রথম স্বর্গদূতের উদ্দেশ্য প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর্গদূতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অভিন্ন ছিল, কারণ উভয় স্বর্গদূতেরই উদ্দেশ্য ছিল "তার মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করা"।

'সাত বজ্রধ্বনি' প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের মধ্যে থাকা ঘটনাবলির একটি রূপরেখা নির্দেশ করে, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হবে। প্রেরণা নির্দেশ করছে যে যখন আমরা এই ইতিহাসগুলোকে 'লাইন-পর-লাইন' সমান্তরাল করি, তখন ১৮৪০ সালে প্রথম স্বর্গদূতের অবতরণ ৯/১১-এ তাঁর অবতরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটি এমন একটি পরীক্ষার বার্তা চিহ্নিত করে, যা দুই সাক্ষীর সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, এবং প্রথম মাইলফলকের সঙ্গে একটি হতাশার মিল ঘটায়।

"সাতটি বজ্রধ্বনি" সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা একটি হতাশা দিয়ে শুরু হয়ে আরও বড় হতাশায় শেষ হয়।

প্রথম স্বর্গদূতের অবতরণের ভাববাণীমূলক রেখা যখন দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়, তখন তা 'সত্যের একটি কাঠামো' সৃষ্টি করে। সত্যকে তিনটি ধাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে প্রথম ও শেষ ধাপ একই, আর মাঝের ধাপটি বিদ্রোহকে উপস্থাপন করে। এই নকশার সঙ্গে প্রথম দুই স্বর্গদূতকে সামঞ্জস্য করলে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতকে নিয়ে এমন একটি কাঠামো গড়ে ওঠে, যা প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়ের তৃতীয় স্বর্গদূতকে চিত্রিত করে; আর প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়ের সেই তৃতীয় স্বর্গদূতটি প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সমন্বয়।

প্রকাশিত বাক্য আঠারোর তৃতীয় স্বর্গদূত দুটি কণ্ঠস্বর নিয়ে গঠিত। প্রথম কণ্ঠস্বরের পূরণ ঘটেছিল ৯/১১-তে নিউ ইয়র্কের ভবনগুলো ধসে পড়ার সময়, এবং প্রকাশিত বাক্য আঠারোর চতুর্থ পদের দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি হলো রবিবারের আইন। ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কালে, প্রকাশিত বাক্য আঠারোর তৃতীয় স্বর্গদূত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সমন্বয়কে উপস্থাপন করে। এটি যেহেতু সত্য, ঐ দুই স্বর্গদূতের ইতিহাসকে 'লাইন পর লাইন' ধরে ব্যবহার করে প্রকাশিত বাক্য আঠারোর তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস উপস্থাপন করা—এটি হলো প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গে সারিবদ্ধ করা।

দুই স্বর্গদূত প্রথম হতাশায় এসে উপস্থিত হয়, এবং উভয় স্বর্গদূত ভবিষ্যদ্বাণিগতভাবে সম্পর্কিত, এবং উভয়েরই একটি পরীক্ষার বার্তা রয়েছে যা স্বর্গদূতের হাতে রয়েছে। ধারায় পরবর্তী যে পথচিহ্নটি উপস্থাপিত হয়েছে, তা হলো হবক্কূকের ফলকসমূহ, যা সরাসরি ঈশ্বরের হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথম স্বর্গদূতের ধারায়, ১৮৪২ সালের মে মাসে ১৮৪৩ সালের চার্ট প্রস্তুত করা হয়, এবং দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ধারায় কোনো চার্ট ছিল না।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনে সেই চার্টের পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ধারায় হবক্কূকের ফলকসমূহের পথচিহ্নটি হলো ১৮৪৩ সালের চার্টের সংখ্যার এক ভুলের উপর থেকে ঈশ্বরের হাত সরিয়ে নেওয়া।

প্রথম স্বর্গদূতের পথচিহ্নে থাকা একটি ভুল তাঁর হাত ঢেকে দিয়েছিল, এবং দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ধারায় সেই একই পথচিহ্নে তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সমান্তরাল ধারাগুলিতে হাবাক্কূকের ফলকসমূহের পথচিহ্ন দুটি ধাপকে উপস্থাপন করে। প্রথম ধাপে তাঁর হাত একটি ভুল ঢেকে দেয়, এবং হাবাক্কূকের ফলকসমূহের সেই পথচিহ্নের সময়কাল শেষে তিনি তাঁর হাত সরিয়ে নেন। অপেক্ষাকাল দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে শুরু হয়েছিল এবং তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে শুরু করে অপেক্ষাকাল ধাপে ধাপে সমাপ্ত হয়। হাবাক্কূকের ফলকসমূহের পথচিহ্ন এমন একটি সময়কালকে উপস্থাপন করে, যা শুরুতে খ্রিস্টের হাত দ্বারা এবং শেষে তাঁর হাত দ্বারা চিহ্নিত।

প্রথম হতাশার সময় দুটি হাত চিহ্নিত করা হয়, এবং উভয়েরই এমন একটি পরীক্ষাসূচক বার্তা আছে, যা নিতে এবং খেতে হবে। এরপর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের একটি পর্ব, যা ভিত্তিগত সত্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে, ঈশ্বরের হাতের আচ্ছাদনে শুরু হয়ে তাঁর হাতের উন্মোচনে শেষ হয়। পরবর্তী মাইলফলক হলো এক্সেটার ক্যাম্প মিটিং, যেখানে মধ্যরাতের আহ্বান খ্রিস্টের হাত অনুসরণ করে অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে ইচ্ছুকদের আলাদা করে এবং শুদ্ধ করে।

যখন খ্রিস্ট অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করলেন, তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর হাত উত্তোলন করে শপথ করলেন যে আর সময় থাকবে না। তিনি সদ্য “সাত বজ্র”কে মোহরবদ্ধ করেছিলেন, যা প্রথম দুই স্বর্গদূতের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে এবং তৃতীয়ের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়। তিনি “সাত বজ্র”কে মোহরবদ্ধ করলেন, যেমন তিনি দানিয়েলের বারো অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে মোহরবদ্ধ করেছিলেন। দানিয়েলের বারো অধ্যায়ে, তিনটি প্রতীকী সময়কালের প্রথমটিতে, খ্রিস্ট উভয় হাত স্বর্গের দিকে তুলে ঘোষণা করেন যে, যখন ঈশ্বরের লোকদের ছত্রভঙ্গ শেষ হবে, তখন যারা “men wondered at” হবে তারা শুদ্ধ করা হবে এবং উৎসর্গরূপে উত্তোলিত হবে। আমরা বর্তমানে যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের কাঠামো বিবেচনা করছি, তা প্রতীকীভাবে প্রতিটি ধাপে ঈশ্বরের হাতকে প্রকাশ করে।

যখন তিনি সত্যকে আচ্ছাদিত করেন, তখন তা একটি হতাশা সৃষ্টি করে; আর যখন তিনি তাঁর হাত সরিয়ে নেন, তখন আলো উদ্ভাসিত হয়, এবং সেই আলোই হলো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার আলো। প্রথম হতাশা থেকে মহা হতাশা পর্যন্ত আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে এবং তা সত্যের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। আরম্ভ শেষকে প্রতিনিধিত্ব করে; আর দুই হতাশার মাঝের পথচিহ্ন হবকূকের ফলকসমূহে মোহর লাগানো এবং মোহর খুলে দেওয়ার প্রভাবকে চিত্রিত করে—যা যিরমিয়ার প্রাচীন পথগুলোর মোহর খুলে দেওয়া, এবং সেই ভিত্তিকে নির্দেশ করে, যার ওপর রবিবারের আইন আসার আগেই মন্দিরটি নির্মিত হয়, যখন সমাপ্ত মন্দিরটি সকল পর্বতের ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়। সত্যের বাক্যে মধ্যবর্তী পথচিহ্ন বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং গম ও আগাছার চূড়ান্ত পৃথকীকরণ দ্বারা নির্দেশিত ইতিহাসে মূর্খ কুমারীদের বিদ্রোহ প্রকাশ পায়।

হবকূকের ফলকসমূহের পথচিহ্ন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বিদ্রোহটি প্রগতিশীলরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ তা একটিমাত্র পথচিহ্ন নয়; বরং ঈশ্বরের হাত দ্বারা চিহ্নিত

নির্দিষ্ট শুরু ও সমাপ্তিসম্পন্ন এক সময়কাল। প্রথম হতাশার সময়ে ঈশ্বরের হাত দু'বার দেখা যায়, কারণ সেখানে দুই স্বর্গদূত আছেন, যাঁদের প্রত্যেকের হাতেই একটি বার্তা আছে। পরবর্তী বিদ্রোহের পথচিহ্নে একটি সূচনাকারী হাত ও একটি সমাপ্তিকারী হাত আছে, তাই তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও দুটি হাত রয়েছে। মহা হতাশার তৃতীয় পথচিহ্নে, দানিয়েলের বারো অধ্যায় যেমন সীলমোহর করা হয়েছিল তেমনভাবেই যেখানে সাতটি বজ্রধ্বনি সীলমোহর করা হয়েছে, সেই পাঠাংশে খ্রিস্টকে তাঁর হাত তুলে স্বর্গের উদ্দেশে শপথ করতে দেখা যায়। যে মুহূর্তে আমরা এখন যে প্রথম দুই স্বর্গদূতকে বিবেচনা করছি তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামোর সমাপ্তি সেই স্বর্গদূত চিহ্নিত করেন, ঠিক তখনই তিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের প্রয়োগেরও ইতি টানেন এবং নিজেকে দানিয়েল পুস্তকের এক সমান্তরাল পাঠাংশে স্থাপন করেন, যেখানে তিনি এক হাত নয়, বরং উভয় হাতই উত্তোলন করছেন।

দানিয়েল বারোতে এমন তিনটি ভাববাদী সময়কাল আছে, যা শেষ দিনগুলোতে উন্মোচিত হয়, কারণ শেষ দিনগুলোতে ঈশ্বরের লোকদের ওপর এমনটাই ঘটে। দানিয়েলের শেষের সেই চূড়ান্ত দর্শনে প্রথমে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, তা হলো—ঈশ্বরের অবশিষ্ট জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী দানিয়েলের বিষয় ও দর্শন—উভয়টিরই বোধ ছিল। দানিয়েল যে শেষ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো—যারা বুঝতে পারে বলে চিহ্নিত ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে চূড়ান্ত পুনর্জাগরণ ও সংস্কার ঘটাতে যিহূদা গোত্রের সিংহ কীভাবে জ্ঞানের বৃদ্ধি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি দানিয়েল বারোর "তিনটি সময়কাল" উন্মোচনের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে "প্রকাশিত বাক্য"র "সাতটি বজ্রধ্বনি" উন্মোচনের মাধ্যমে তাঁর লোকদের সিলমোহর করা সম্পন্ন করেন।

যখন যীশু জানান যে ঈশ্বরের লোকদের শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করার সাড়ে তিন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিনের শেষে সব “বিস্ময়” সমাপ্ত হবে—তখন তিনি ২০২৩ সালের জুলাই মাসকেই নির্দেশ করছেন, যখন প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ে রাস্তায় মৃত্যুর সাড়ে তিন দিন শেষ হয়েছিল। এখন এই বিস্ময়গুলির সমাপ্তি রবিবারের আইনের আগেই হবে। তিনি একটি নয়, বরং উভয় হাত উত্তোলন করে ২০২৩ সালের জুলাইকে চিহ্নিত করেছিলেন। এভাবে তিনি অপেক্ষার সময়ের সমাপ্তি চিহ্নিত করছিলেন, যেমন তিনি মিলারাইট ইতিহাসের ভুল থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন। প্রথম হতাশা ঘটেছিল ১৮ জুলাই, ২০২০-এ, যা মিলারাইটদের প্রথম হতাশার প্রতিরূপ; এবং অপেক্ষার সময় শুরু হয়ে চলতে থাকে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তিনি তাঁর অবশিষ্ট জনগণকে সমবেত করতে দ্বিতীয়বার তাঁর হাত বাড়ানো পর্যন্ত।

প্রথম হতাশাটি প্রতীকায়িত হয়েছে ঈশ্বরের হাত একটি ভুল ঢেকে রাখছে—যে ভুলটি মিলারাইটদের ক্ষেত্রে ছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর বদলে ১৮৪৩ সালকে নির্ধারণ করা। সেই হতাশাটি বারো নম্বর অধ্যায়ের বারো নম্বর পদে প্রতীকায়িত হয়েছে। প্রথম হতাশাটি তাঁর হাত সেই ভুল ঢেকে রাখার মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে, এবং এটি প্রতিরূপায়িত হয়েছিল সেই মিলারাইটদের মাধ্যমে যারা প্রথম হতাশায় পৌঁছেছিল। বারো নম্বর পদে ব্যবহৃত শব্দটি হলো "cometh"। ধন্য সে যে অপেক্ষা করে, এবং যে ১৩৩৫-এ "cometh"; ধন্য সে যে ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এর হতাশায় "cometh"। "cometh" হিসেবে অনূদিত শব্দটির অর্থ হলো "স্পর্শ করা"। ১৮৪৩ সাল যখন ১৮৪৪ সালকে স্পর্শ করল, তখনই মিলারাইটরা তাদের প্রথম হতাশা অভিজ্ঞতা করেছিল। দানিয়েলের বারো নম্বর অধ্যায়ের বারো নম্বর পদটি যেমন ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এর প্রথম হতাশাকে চিহ্নিত করে, তেমনি আরও সরাসরি ১৮ জুলাই, ২০২০-এর প্রথম হতাশাকেও চিহ্নিত করে।

শেষকালের সময়ে, যখন জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং গম ও বিষধানার চূড়ান্ত পৃথকীকরণ সম্পন্ন হয়, এবং এর মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলো উন্মোচিত হয়—যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মোহর দেয়—তার উন্মোচন চিহ্নিত হয়, তখন যে তিনটি সময়কাল উন্মোচিত হয়, তাদের মধ্যে প্রথম ও শেষ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল।

সাত নম্বর পদের প্রথম সময়কালটি হলো ২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত বাক্য ১১-এর সাড়ে তিন দিনের বিচ্ছুরণের সমাপ্তি, এবং বারো নম্বর পদের সময়কালটি হলো সেই একই বিচ্ছুরণের সূচনা—১৮ জুলাই, ২০২০-এ। আলফা ও ওমেগা দানিয়েল ১২-এ সাত বজ্রধ্বনির ইতিহাসকে এমন ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করছিলেন, যা ১৮ জুলাই, ২০২০-র হতাশা থেকে শুরু হয়ে প্রতীকী সাড়ে তিন দিন পরে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে শেষ হয়। ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, যখন আলফা ও ওমেগা চূড়ান্ত বিলম্বের সময়ের শুরু ও শেষ চিহ্নিত করলেন, তখন তিনি এক হাত নয়, উভয় হাত স্বর্গের দিকে তুললেন এবং যিনি যুগে যুগে জীবিত তাঁর নামে শপথ করলেন।

ঈশ্বরের পুত্র, যিনি মনুষ্যপুত্রও, পিতার সঙ্গে শপথ করছেন, ঠিক সেই স্থানে, যেখানে ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ জাতির কাহিনির চূড়ান্ত পর্বের সূচনা হয়েছিল, যখন খ্রিস্ট প্রথমে আব্রামকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাকলেন, এবং পরে সেই প্রতিশ্রুতিকে শপথ করে নিশ্চিত করলেন। তোমার জুতো খুলে ফেলে, তুমি পবিত্র ভূমিতে আছ!

তিনটি ভাববাদী সময়পর্বের মধ্যম অক্ষরটি আব্রাম ও পলের ৪৩০ বছরের চুক্তি-সময়ের ভবিষ্যদ্বাণীর একেবারে ওমেগা পরিপূর্ণতা ছাড়া আর কিছু নয়, যা একাদশ পদে ১২৯০ বছরের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। মিলারাইট বোঝাপড়া অনুযায়ী সেই পদটি পোপতন্ত্রের জন্য প্রস্তুতির ত্রিশ বছরের একটি সময়কাল চিহ্নিত করে, তারপর আসে ১২৬০ বছরের পোপতান্ত্রিক নির্যাতন। আব্রামের ৪৩০ বছর একটি নির্দিষ্ট জাতিতে দাসত্ব ও মুক্তিকে নির্দেশ করে, এবং প্রথম ত্রিশ বছর নির্দেশ করে প্রভুর আব্রামের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করা। যাজকদের প্রস্তুতির ত্রিশ বছর শেষের সময়ে ১৯৮৯ সালে শুরু হয়েছিল, এবং সেই ত্রিশ বছর রবিবারের আইনে শেষ হবে, যখন পদটি বলে যে উজাড়তার ঘৃণ্যতা স্থাপিত হবে, এবং সেটি তারপর প্রকাশিত বাক্যের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যোহনের ৪২ প্রতীকী মাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ১২৬০ প্রতীকী বছর ধরে ঈশ্বরের লোকদের নির্যাতন করবে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কার আন্দোলন ১৯৮৯ সালে শুরু হয়েছিল, যখন প্রভু রবিবারের আইন দিয়ে যার সূচনা হয় সেই মধ্যরাতের সংকটের সময় সেবা করার জন্য এক যাজকবর্গ প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ করছিলেন। আলফা এবং ওমেগা হিদ্দেকেল নদীর জলের উপর দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে তাঁর উভয় হাত তুললেন এবং শপথ করে বললেন যে ১৮ জুলাই, ২০২০ হতে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত বিচ্ছুরণ পূর্ণ হলে, খ্রিস্টের তাঁর দৈবত্বকে মানবত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করার কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিস্ময়সমূহ সমাপ্ত হবে।

এটি অধ্যায় দশের একই ঘোষণা, সাত বজ্রধ্বনির ধারাবাহিকতায়; কারণ তিনি সেখানে শুধু সময়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োগের সমাপ্তি ঘটাননি, তিনি আরও চিহ্নিত করছিলেন যে সপ্তম তুরীর ধ্বনি হওয়ার দিনগুলোতে ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হবে। দানিয়েলের দ্বাদশ অধ্যায়ের সমান্তরাল অংশটি চিহ্নিত করে যে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে বিক্ষিপ্ততা শেষ হলে, ঈশ্বরের লোকদের সিলমোহর দেওয়ার সমাপনী কাজ সম্পন্ন হবে; এটি সপ্তম তুরীর ধ্বনি দ্বারা প্রতীকায়িত, যা উভয় সমান্তরাল অংশেই খ্রিস্টের হাত উত্তোলন ও শপথ

করার ঘটনার সঙ্গে সমকালীন।

দানিয়েল বারো অধ্যায়ের ত্রিবিধ বার্তার প্রথম ও শেষে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে। সপ্তম পদের প্রথম সময়কাল সেই একই সময়কালের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, যার সূচনাকে দ্বাদশ পদ চিহ্নিত করে। সপ্তম ও দ্বাদশ পদের মাঝখানে, ১৯৮৯ সালের 'সময়ের শেষে' থেকে অনুগ্রহকালের সমাপ্তি পর্যন্ত ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে। সপ্তম পদের আলফা সময়কাল ও দ্বাদশ পদের ওমেগা ইতিহাসের মাঝখানে, রবিবার-আইন থেকে মিখায়েলের উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত মানবজাতির চূড়ান্ত বিদ্রোহ উপস্থাপিত হয়েছে; এবং তা উপস্থাপিত হয়েছে ঠিক সেই অধ্যায়েই, যেখানে মিখায়েল উঠে দাঁড়ান।

মধ্যপর্বের বিদ্রোহ মূলত বিদ্রোহের বাহ্যিক ইতিহাস; কিন্তু প্রথম ত্রিশ বছর হলো সেই পুরোহিতদের প্রস্তুতির অভ্যন্তরীণ ইতিহাস, যারা পরবর্তী ১২৬০ সময়পর্বে প্রতিনিধিত্বকৃত বাহ্যিক শক্তির সঙ্গে সরাসরি মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হন।

মধ্য সময়কালটি হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষরের বিদ্রোহকে উপস্থাপন করে, এবং এটি অভ্যন্তরীণ দিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, পরীক্ষাকাল চলতে থাকা অবস্থায়, পৃথিবী গ্রহে মহাবিরোধের চূড়ান্ত যুদ্ধকে চিত্রিত করে। এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকের এই সমন্বয়ই দানিয়েলের শেষ দর্শনের বার্তাও বটে, যা হিদ্দেকেল নদী এবং তিনটি অধ্যায় দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে; যেগুলো আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষরও বহন করে এবং সত্যের কাঠামোর উপর নির্মিত। প্রথম ও শেষ অধ্যায়ে ঈশ্বরের জনগণের সিল করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের চিরকাল জ্বলজ্বলে নক্ষত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বিদ্রোহের মধ্য অধ্যায়টি এগারো নম্বর পদে ১২৯০ বছরের সঙ্গে যে ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে, সেই একই ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, যা ওই একই কাঠামোর মধ্যবর্তী পদ।

খ্রিস্ট যখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামোর মধ্যে তাঁর হাত প্রয়োগ করেন, তা বহু সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে; তবে তা সেই পথটিও নির্দেশ করে, যে পথে তিনি তাঁর জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জুলাই ২০২৩-এ যিশু খ্রিস্টের প্রকাশের মোহর খোলা শুরু হয়। সেই মোহর খোলার মধ্যে সাতটি বজ্রধ্বনির মোহর খোলা এবং বারো অধ্যায়ে উপস্থাপিত দানিয়েলের বার্তাও অন্তর্ভুক্ত। এই উন্মোচনটি সংঘটিত হয় চল্লিশতম পদের লুকানো ইতিহাসের ভেতরে, যা ১৯৮৯ সালে শুরু হয়ে রবিবারের আইনে গিয়ে সমাপ্ত হয়। সেই ইতিহাসে ঈশ্বরের লোকেরা মোহরপ্রাপ্ত হবে, এবং সেই মোহর প্রদান করা হবে পবিত্র আত্মার বর্ষণের মাধ্যমে। পবিত্র আত্মার চূড়ান্ত বর্ষণটি প্রকাশিত বাক্যের অষ্টম অধ্যায়ে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে এটিকে সপ্তম, এবং সুতরাং চূড়ান্ত মোহর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যিহূদা গোত্রের সিংহ পঞ্চম অধ্যায়ে সাতটি মোহরে সিল করা পুস্তকটি খুলতে জয়লাভ করেন।

ষষ্ঠ সীলটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিল— যে সময়ে পাপের জন্য আর মধ্যস্থতা থাকবে না, সেই সময়ে কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে?

> কারণ তাঁর ক্রোধের মহাদিন এসে গেছে; এবং কে দাঁড়াতে পারবে? প্রকাশিত বাক্য ৬:১৭।

পরবর্তী অধ্যায়—বা, আপনি চাইলে, পরবর্তী পদ—রবিবারের আইন-সংকটের সময় ঈশ্বরের রাজ্যে সমবেত হওয়া এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবং এক মহান জনসমষ্টির উপর মোহর-লাগানোর বিষয়টি উপস্থাপন করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারই ষষ্ঠ মোহরের

প্রশ্নের উত্তর। সপ্তম অধ্যায়ে তাদের উপস্থাপনের পর, অষ্টম অধ্যায়ে সপ্তম ও চূড়ান্ত মোহরটি খোলা হয়।

> আর তিনি যখন সপ্তম সীলটি খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় অর্ধঘণ্টার মতো নীরবতা ছিল। আর আমি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়ানো সাতজন স্বর্গদূতকে দেখলাম; তাদের হাতে সাতটি তূরী দেওয়া হলো। আর আরেকজন স্বর্গদূত সোনার ধূপদান হাতে নিয়ে বেদীর কাছে এসে দাঁড়াল; তাকে অনেক ধূপ দেওয়া হলো, যাতে সে সিংহাসনের সামনে যে সোনার বেদী আছে, তার উপর সমস্ত পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সঙ্গে তা নিবেদন করে। আর ধূপের ধোঁয়া, যা পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সঙ্গে ছিল, দূতের হাত থেকে ঈশ্বরের সামনে উঠে গেল।
>
> আর সেই স্বর্গদূত ধূপদানটি নিল, তাতে বেদীর আগুন ভরে তা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করল: আর সেখানে শব্দসমূহ, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ-চমক ও একটি ভূমিকম্প ঘটল। প্রকাশিত বাক্য ৮:১-৫।

ইশাইয়ার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে “অঙ্গার” রূপে “অগ্নি”কে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাকে সিস্টার হোয়াইট শুদ্ধিকরণের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা বেদী থেকে নিয়ে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। পেন্টেকোস্টে স্বর্গ থেকে আসা “অগ্নি”কে “অগ্নির জিহ্বা” হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। “অগ্নি”ই হলো যা চুক্তির দূত লেবির পুত্রদের শুদ্ধ করতে ব্যবহার করেন।

> “‘যাঁর হাতেই কুলা আছে, এবং তিনি তাঁর মাড়াইয়ের আঙিনা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করবেন, আর তাঁর গম গোলাঘরে সঞ্চয় করবেন।’ মথি ৩:১২। এটি ছিল শোধনের সময়গুলোর একটি। সত্যের বাক্যের দ্বারা তুষ গম থেকে পৃথক করা হচ্ছিল। কারণ তিরস্কার গ্রহণ করার জন্য তারা অতিমাত্রায় নিরর্থক-অহংকারী ও আত্মধার্মিক ছিল, নম্রতার জীবন গ্রহণ করার জন্য অতিমাত্রায় জগৎপ্রেমী ছিল, তাই অনেকে যীশুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এখনও অনেকে একই কাজ করছে। আজ মানুষের প্রাণ পরীক্ষা করা হচ্ছে, যেমন কফরনহূমের সমাজগৃহে সেই শিষ্যদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। যখন সত্য হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, তখন তারা দেখে যে তাদের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারা নিজেদের মধ্যে এক সম্পূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখতে পায়; কিন্তু তারা সেই আত্মঅস্বীকারমূলক কাজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। অতএব, যখন তাদের পাপ প্রকাশিত হয়, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়। তারা বিরক্ত হয়ে সরে যায়, যেমন শিষ্যরা যীশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এই বলে গুঞ্জন করতে করতে, ‘এই কথা কঠিন; কে তা শুনতে পারে?’”—The Desire of Ages, 392.

এলিয়াহের বলির ওপর আগুন নেমে এসেছিল; যেমন স্বর্গদূতের কাছে গিদিয়োনের বলির ওপরও নেমে এসেছিল। শুদ্ধিকরণের 'আগুন' হলো ঈশ্বরের বাক্য, কারণ পবিত্র হওয়া মানে তাঁর বাক্য দ্বারা পবিত্রীকৃত হওয়া। সপ্তম মোহর খোলা হলে যে 'আগুন' পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তা সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার শক্তিসঞ্চারকে চিহ্নিত করে—যার মোহর অন্তিম দিনে, সপ্তম তূরীর ধ্বনির সময়, খোলা হয়; তখন সাতটি বজ্রধ্বনির মাধ্যমে সূচিত ঘটনাবলির চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে এবং দানিয়েলে বারো অধ্যায়ে উল্লেখিত তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালপর্ব দ্বারা তা নিশ্চিত হয়—যেগুলো অন্তিম দিন পর্যন্ত মোহরযুক্ত ছিল।

মানবের পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে যে যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশ উন্মোচিত হয়—এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাতটি বজ্রধ্বনির উন্মোচন, সপ্তম মোহরের অপসারণ,

দানিয়েলের বারো অধ্যায়ের উন্মোচন, এবং দানিয়েল এগারো অধ্যায়ের চল্লিশ নম্বর পদের গুপ্ত ইতিহাসের উন্মোচন—সেই ইতিহাসই যেখানে স্বর্গদূত সুতিবস্ত্র পরিহিত সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই আশ্চর্য বিষয়গুলোর পরিসমাপ্তি কী হবে।

লিনেন পোশাক পরিহিত পুরুষ উত্তরে বললেন—আপনি যখন ২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রতীক্ষাকালের সমাপ্তিতে পৌঁছাবেন, তখন আপনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের ইতিহাসে পৌঁছে যাবেন।

তিনি আরও বলেছিলেন—প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের প্রতীকী সাড়ে তিন দিনের শেষে, দানিয়েলের পুস্তক থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার মোহর খোলা হবে, যেমন ১৭৯৮ সালের ‘শেষ সময়’ দ্বারা তা প্রতীকায়িত ছিল। প্রতীকী সাড়ে তিন দিনের শেষে যে সত্যটি তখন মোহর খোলা হবে, তা দানিয়েলের পুস্তকের ঠিক সেই নয়টি পদেই পাওয়া যাবে, যা দানিয়েলের পুস্তকের মোহরবদ্ধকরণ ও মোহর খোলাকে চিহ্নিত করে এবং সংজ্ঞায়িত করে।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

> যখন খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এলেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঐতিহ্যসমূহ এবং শাস্ত্রের মানবীয় ব্যাখ্যা মানুষদের কাছ থেকে যিশুতে যে সত্য আছে তা আড়াল করেছিল। সত্যটি বহু ঐতিহ্যের স্তূপের নিচে চাপা পড়েছিল। পবিত্র গ্রন্থসমূহের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হারিয়ে গিয়েছিল; কারণ তাদের অবিশ্বাসে মানুষ স্বর্গীয় ধনভাণ্ডারের দরজা তালাবদ্ধ করেছিল। অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছিল, আর ঘন অন্ধকারে ছিল মানুষ। সত্য স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকাল; কিন্তু কোথাও প্রকাশ পেল না ঐশ্বরিক ছাপ। মৃত্যুর শবাচ্ছাদনের মতো এক বিষণ্ণতা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছিল।
>
> কিন্তু যিহূদা গোত্রের সিংহ জয়ী হলেন। তিনি সেই সীলমোহর খুললেন, যা ঈশ্বরীয় শিক্ষার গ্রন্থটিকে বন্ধ করে রেখেছিল। বিশ্বকে নির্মল, অবিমিশ্র সত্যের দর্শনের অনুমতি দেওয়া হলো। অন্ধকারকে পিছু হটাতে এবং ভ্রান্তিকে প্রতিহত করতে সত্য নিজেই অবতীর্ণ হলো। স্বর্গ থেকে একজন শিক্ষক পাঠানো হলো সেই আলো নিয়ে, যা পৃথিবীতে আগত প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে। এমন পুরুষ ও নারী ছিলেন, যারা জ্ঞান—অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চিত বাণী—উৎসুকভাবে অনুসন্ধান করছিলেন; আর যখন তা এলো, তা অন্ধকার স্থানে দীপ্তিমান আলোর মতো ছিল। Spalding Magan, 58.
>
> "শাস্ত্রবিদ ও ফারিসীরা দাবি করত যে তারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু তারা সেগুলো ব্যাখ্যা করত নিজেদের ধারণা ও প্রথার সাথে সঙ্গতি রেখে। তাদের রীতিনীতি ও নীতিনিয়ম ক্রমে ক্রমে আরও কড়াকড়ি হয়ে উঠল। আত্মিক অর্থে, পবিত্র বাণী জনগণের কাছে এক সিল করা বইয়ের মতো হয়ে গেল, যা তাদের বোধগম্যের জন্য বন্ধ ছিল।" Signs of the Times, May 17, 1905.